কিংবদন্তীর কথা বলছি

স্বপ্ন তো সবাই দেখে কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার প্রায়োগিক কৌশলটা জানে ক'জনা। যারা জানে তারাই কিংবদন্তী। আমার দেশের কিংবদন্তী যাঁরা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন তাঁদেরকে সমালোচনার মাঝে ঠাই করে দেবার চেষ্টা জাতিকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দিয়ে দেশ ও জাতির এগিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ করে দিতে পারে। বাংলাদেশের (আমার নিজের জেলা তো আর বাংলাদেশের বাইরে নয়) যেসব শাখামৃগ গুলো একডাল থেকে আরেক ডালে ঘুরে বেড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করে তারা ইতিহাসের কিংবদন্তী মানুষকে সন্মান দেবে কি করে, তারা জানবেই বা কি করে তেলবাজ থেকে কিংবদন্তী তৈরী হয় না, তেলবাজি করেও কিংবদন্তী তৈরী করা যায় না, বরং অপরিপক্ক শিল্পীর রঙ তুলিতে আঁকা অতিরঞ্জিত রঙ সবসময়ই একটি শিল্পকর্মকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে। অবশ্য তাদেরতো সেটা জানবারও কথা নয়, তারা তো বাঁদরামিতেই ব্যস্ত, আগামী প্রজন্মের ভাবনা তো তাদের মাঝে নেইই।

এটাতে অবশ্য আমি ঐসব শাখামৃগদের দোষ দেখি না। তারা তো উড়ে এসে জুড়ে বসেছে অন্য আরেক ডাল থেকে। তবে সাবধান, বাঁদরামো করতে যেয়ে সীমা অতিক্রম করে ফেললে চিড়িয়াখানাই হবে তাদের সর্বশেষ আবাসন।

আমি বলি স্বপ্নবাজ থেকে কিংবদন্তী তৈরী হয় কি ভাবে। যখন একটি মানুষ স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে, তারপর তার জনপদের ঘুমিয়ে থাকা সকল মানুষগুলোর মাঝে তার দেখা সেই স্বপ্নকে শুধু সঞ্চারিত করেই ক্ষান্ত হন না বরং তার নিজের আন্তরের বিশ্বাস দিয়ে সেই জনপদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেন, তখনই সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার দুয়ার খুলে যায়। তার তৈরী করা সেই ঐক্যবদ্ধ শক্তি একত্রিত হয়ে ইতিহাস তৈরী করে, বাস্তবায়িত হয় স্বপ্ন, সৃষ্টি হয় কিংবদন্তী।

বাঙ্গালী জাতির বীরগাঁথা মহাকাব্য সৃষ্টির মহাকবি যেমন স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীনতার, স্বপ্ন দেখেছিলেন মানুষের দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙ্গার, স্বপ্ন দেখেছিলেন বিশ্ব দরবারে জাতি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়ার, তিনিই আমাদের বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু। তিনি সেই সাড়ে সাতকোটি মানুষের শান্ত মহাসমুদ্রের মাঝে মহাদোলা সৃষ্টি করে জাগরিত করেছিলেন। একজন নাবিক যেমন মহাসমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় সফেন ফেনা দেখা বুঝতে পারে উত্তাল হয়ে উঠবে আগামীর মহাসাগর, ঠিক তেমনি এই মহাকবি বুঝছিলেন বাঙালীর মনের কথা, প্রচন্ড এক ঝড়ে নতুন ইতিহাস তৈরীতে নেতৃত্ব দেয়া সেই মহাকবিকে যখন রাতের আধারে তারই জমিনে হত্যা করলো তারই মহাকাব্যের সঙ্গি নামধারী কিছু সঙেরা, তখন চিৎকার করে উঠতে পারে নাই তার মহাকাব্যের প্রাণ ভোমরা সেই ঢেউয়েরা, কারণ, ইতিহাসের ঐ ক্ষণটি ছিল প্রচন্ড এক ঝড়ের পর নিস্তরঙ্গ জলরাশি। আজ এতো বছর পর যখন নিজেকে প্রশ্ন করি কেন এমন হল, এমন তো হাবার কথা ছিল না, তখনই মনে হয়, হবার কথা নয় কিছুরই, তবু হয়, হতে হয়, ইতিহাসের নিষ্ঠুরতা প্রমান করার জন্যই হয়তো হয়।

নিরন্তর জীবনসংগ্রাম ক্লান্ত প্রায় শান্ত হয়ে ওঠা মহাসমুদ্রকে আবার জেগে উঠবার আগে কিছুটা সময় নিতে হয়। কিন্তু সেই মহাসমুদ্র আবার বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে, আবার তার বুকে ফেনিত হয় ক্ষোভের সফেন, আবার দোলায়িত হয় মানুষের মন, মনে পরে যায় তার পূর্ব পুরুষের কথা,
“স্বৈরাচার নিপাত যাক
গনতন্ত্র মুক্তি পাক”
বুকে ধারন করে রক্তের বন্যায় রচিত হয় আরেক মহাকাব্য। তারপর ঘুমিয়ে পরার আগে সৃষ্টিকর্তার কাছে শেষ প্রার্থনায় যেন বলে, হে মহাকবি, যেখানেই আছো আমাকেও যেতে হবে সেখানেই কিন্তু আমার হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দুটুকু সৃষ্টিকর্তার নামে তোমার স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে গেলাম।

কিন্তু ইতিহাসের শাখামৃগরা তো থেমে থাকে না, আবার তৈরী করার চেষ্টায় থাকে আরেকটি বিয়োগান্ত ইতিহাস। এইসব খলনায়কেরা মনে করে, সকলে ঘুমিয়ে আছে, এই তো সুযোগ; কিন্তু ঐসব খলনায়কদের চেষ্টা আর বাস্তবায়িত হবার নয়, ইতিহাস সম্মুখপানে এগিয়ে যাবেই আরেকটি জয়চিহ্নের দিকে।

আমি মনে মনে বলি, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আমি নাম ঠিকানাহীন এক পথিক মাত্র। আমার হাতে এমন কোন উপকরণ নেই যেটা দিয়ে কোন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য তৈরী করবো। আমি মহাকাব্যিক ইতিহাসকে কিছুটা কাছ থেকে দেখেছি খুব বেশী হলে এক যুগ। সেই সাথে ইতিহাসের সাক্ষীদের মুখ থেকে সরাসরি শোনা কথা যদি যোগ করি তাহলেও সেটা দুই যুগের ওপরে যাবে না। সেই যায়গা থেকে আমি কিছু লিখতে চাইলে তো সেটা আর ঐতিহাসিক সাক্ষ্য থাকবেনা, হয়ে যাবে উপন্যাস। জনমানুষকে এখন ঐ ঔপন্যাসিক জ্ঞান দেয়া অপ্রয়োজনীয় এবং সে উপন্যাস ভবিষ্যত ইতিহাসেরও কোন কাজে আসবেনা। নিকট অতীত নিয়ে কোন লেখায় ইতিহাসের পার্শ্ব চরিত্রের নাম গুলো পরিচিত মনে হবার কারণে হয়তো ঐ লেখাটিকে মনে হতে পারে ঐতিহাসিক দলিল।

ইতিহাস বড়ই নিষ্ঠুর। প্রাকৃতিক নিয়মেই তার রূপ বদলায়। সাময়িক শক্তির মদমত্ততায়, নিজেদেরকে লোভের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ ক'রে ইতিহাসের মালিকানা কিনে নিয়ে ইতিহাসকেও দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চায় যে সব খলনায়কেরা, তারা ভুলেই যায়, যে ইতিহাসকে তারা ধারন করে না, সেই ইতিহাসকে তারা কখনোই দাসত্বের শৃংখলে বাঁধতে পারবে না। তারা বড়ই আস্থা নিয়ে তাদের নিয়মের ইতিহাস সৃষ্টি করার আপ্রান চেষ্টা চালিয়েও ইতিহাস পরিবর্তন করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারবেনা। একদিন ঠিকই তাদের তৈরী করা ইতিহাসের শৃঙ্খল ভেঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবে জাতির অহংকার গুলো।

সাবেক ডাকসু ভিপি, ৬৯এর গনঅভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক জাতির পিতার ঘনিষ্ঠ সহচর তোফায়েল আহমেদ চাচার জন্মদিন আজ।

শুভ জন্মদিন।